গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)
মহাখালী, ঢাকা ১২১২।
টেলিফোনঃ ৯৮৪০৩৭৬, ৯৮৯৮৭৯৬, ৯৮৯৮৬৯১ ফ্যাক্সঃ ৯৮৮০৪৪০
ই-মেইলঃ info@iedcr.gov·bd; ncov@iedcr.gov.bd ওয়েবসাইটঃ www.iedcr.gov.bd

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সংবাদ সম্মেলনে আইইডিসিআর পরিচালক

সাংবাদিকদেরকে নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে আজ বেলা ১১টায় আইইডিসিআর মিলনায়তনে COVID-19 সংক্রমণ বিষয়ে বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর ও বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরেন আইইডিসিআর-এর পরিচালক প্রফেসর ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

আজ জাতীয় সংসদ ভবনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কমিটির সদস্য মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী সহ মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে COVID-19 প্রতিরোধ কার্যক্রম ও সংক্রমণ মোকাবেলার প্রস্তুতি তুলে ধরেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, আইইডিসিআর-এর পরিচালক ও রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক। সংসদীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ চলমান কার্যক্রম ও প্রস্তুতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন ও সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

চীন-সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রী মানেই সন্দেহজনক COVID-19 রোগী নয়

সংবাদ সম্মেলনে প্রফেসর ফ্লোরা বলেন, "চীন ও সিঙ্গাপুর থেকে প্রতিদিন অনেক যাত্রী বাংলাদেশে আসছেন। চীনের সকল প্রদেশে COVID-19 মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে নি। চীনের যে সব অঞ্চলে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, চীন সরকার সে সব অঞ্চলে গণ কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থা জারী করেছে ও সকল প্রকার যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে মহামারী উপদ্রুত এলাকা থেকে কারো বাংলাদেশে আসার সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে গোটা সিঙ্গাপুর শহর মহামারী আক্রান্ত নয়। যে সব প্রতিষ্ঠানে ও বাসাবাড়ীতে COVID-19 নিশ্চিত রোগী সনাক্ত হয়েছে সে সব অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠানকে সিঙ্গাপুর সরকার শহরের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রোগীদেরকে আইসেলশন ও তাদের সংস্পর্শে আসা সবাইকে কোয়ারেন্টিন করেছে। ফলে সিঙ্গাপুরের COVID-19 উপদ্রুত অঞ্চল থেকে কোন যাত্রীর বাংলাদেশে আসার সুযোগ নেই।

"সতর্কতার অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশে আগত চীন ও সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রীদের মধ্যে যারা জ্বর-হাঁচি-কাশিতে ভুগছেন তাদেরকে আইসোলেশন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও নমুনা পরীক্ষা করছি। বাকীদেরকে যার যার বাসাতে স্বেচ্ছা-কোয়ারেন্টিনে থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

"দেশের ভেতরে সম্ভাব্য COVID-19 রোগী সনাক্ত করার জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সরকারী বিভিন্ন বিভাগ তথা জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগীতা খুবই জরুরী। কিন্তু চীন ও সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রীরা যদি আমাদের আচরণের কারণে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন, তাহলে তাঁরা জ্বর-হাঁচি-কাশিতে ভুগলেও সরকারী স্বাস্থ্য সেবা নিতে নিরুৎসাহিত বোধ করবেন, স্বাস্থ্য বিভাগ তথা তথা সরকারী প্রশাসনের সাথে

যোগাযোগ রক্ষা করতে কুণ্ঠা বোধ করবেন। এর ফলে COVID-19 সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের জেলা-উপজেলা কর্মকর্তাদেরকে সন্দেহকৃত কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির বিষয়ে নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্থানীয় সরকারী স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয়-সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারী বিভিন্ন দফতর তথা জনসাধারণকে ধৈর্য ও শান্তভাবে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে সহযোগীতা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি ও যে কোন জিজ্ঞাস্য আইইডিসিআর অথবা নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় অথবা জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে জেনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ঈুলিশ এবং জনপ্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমাদের আবেদন, কোভিড-১৯ বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ সকল দায়িত্ব পালন করছে এবং বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের তথ্য আমাদের কাছে আছে। প্রশাসনের কেউ কেউ স্ব উদ্যোগে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের বাড়ী যাচ্ছেন। এ ধরণের তৎপরতা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের অনুরোধ, সিভিল সার্জন বা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে নিজ উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকুন।”

চীনের উহান ফেরত ৩১২ জন যাত্রীগণ সবাই সুস্থ

৩১২ জন উহান ফেরত যাত্রীদের কোয়ারেন্টিন পরবর্তি আরো ১০ দিন ৩১২ জনকে সীমিত চলাচল ও নিজেদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি অবহিত করতে আইইডিসিআরএর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতি নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাদের কেউ কেউ হটলাইনে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছেন, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকেও তাদেও সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। তারা সবাই সুস্থ আছেন।

সিঙ্গাপুর পরিস্থিতি

সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে প্রেরিত সর্বশেষ খবরে আমরা জানতে পেরেছি যে, মোট ৫ জন বাংলাদেশের নাগরিক COVID-19 সংক্রমিত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের মধ্যে ১ জন আইসিইউ-তে আছেন। কোয়ারান্টাইনে আছেন ৫ জন বাংলাদেশের নাগরিক। সিঙ্গাপুরে সর্বমোট ৭৫ জন COVID-19 রোগী চিকিৎসাধীন। পরীক্ষায় COVID-19 সংক্রমণ পাওয়া যায় নি ৮৭১ জনের, পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন ১১৯ জন রোগী, এবং সুস্থ হয়ে বাড়ী ফেরত গেছেন ১৯ জন। বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের দূতাবাস থেকেও আমাদেরকে সিঙ্গাপুর পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে।

COVID-19 সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতিঃ (স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা) (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং)

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	১৪৫৭৫	১৯১৩৯২
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা*	৮১৪১	৮৯৫৭৯
স্ক্রিনিংএর মাধ্যমে বিমান বন্দরে সনাক্তকৃত সন্দেহজনক রোগীর সংখ্যা	০	১
দু’টি সমুদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	১৮২	২২৮০
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	০	১১৭৭

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	৬৪৩৪	১০০৬৩৬

* গত শুক্রবার ০৭/০২/২০২০ থেকে সকল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট) বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীকে স্ক্রিনিং করা হচ্ছে।

** কোনো কোনো বন্দর থেকে প্রতিবেদন সময়মত না পেলে তা পরের দিনের সংখ্যার সাথে যোগ করে মোট সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে।

COVID-19 **সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতিঃ (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং)**

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
আইইডিসিআর হটলাইনে মোটকলের সংখ্যা	৮৭	২৩৫৩
আইইডিসিআর হটলাইনে COVID-19 সংক্রান্ত মোট কলের সংখ্যা	৭২	১৭৪২
আইইডিসিআরএ আগত COVID-19 সংক্রান্ত মোট সেবাগ্রহীতার সংখ্যা	৭	৯২
COVID-19 পরীক্ষা করা মোট নমুনার সংখ্যা	৬	৭২
নিশ্চিতকৃত COVID-19এর মোট রোগীর সংখ্যা	০	০

COVID-19 সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে আইইডিসিআর-এর হটলাইন নম্বর এ যোগাযোগ করুনঃ
০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯৩৭১১০০১১

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধোবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ড যাবৎ)
- অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না
- ইতোমধ্যে আক্রান্ত এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- কাশি শিষ্টাচার মেনে চলুন (হাঁচি/ কাশির সময় বাহু/ টিস্যু/ কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখুন)
- অসুস্থ পশু/পাখির সংস্পর্শ পরিহার করুন
- মাছ-মাংস-ডিম ভালোভাবে রান্না করে খাবেন
- অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন, বাইওে যাওয়া অত্যাবশ্যক হলে নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন
- জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত চীন ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং এ সময়ে অন্য দেশ থেকে প্রয়োজন ব্যতীত বাংলাদেশ ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করুন
- অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন করুন

স্বা/=

অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা
পরিচালক
ফোন নম্বরঃ ০২-৯৮৪২২৭০